যুগান্তর

তারিখ 29 APR 2018
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৪

আগামী বছরই শিক্ষার্থীদের হাতে যাবে

খোলনলচে বদলে যাচ্ছে মাদ্রাসার ৩২ পাঠ্যবই

মুসতাক আহমদ

মাদ্রাসার কোরআন ও হাদিস শিক্ষাসহ ধর্মীয় ৩২টি পাঠ্যবইয়ে আমূল পরিবর্তন আসছে। জিহাদ, জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদে উৎসাহ দিতে পারে— এমন পাঠ বাদ দেয়া হয়েছে এসব বই থেকে। পাশাপাশি আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি বজায় রাখার মতো পাঠ সংযোজন-বিয়োজন করা হয়েছে। পাঠ সংযোজনের ক্ষেত্রে বিবেচনায় নেয়া হয়েছে শিক্ষার্থীর বয়স ও ধারণক্ষমতা। এটা করতে গিয়ে নিচের শ্রেণীতে থাকা মেয়েদের বয়োসন্ধিকাল ও বিশেষ অবস্থার পাঠ তুলে দেয়া হয়েছে। কোরআন-হাদিসের পাঠে ইসলামিক ফাউন্ডেশন ছাড়া অন্য কোনো অনুবাদ গ্রহণ করা হবে না। মাদ্রাসার সব বইয়ে বাংলা একাডেমির বানানরীতি এবং চলিত ভাষার ব্যবহার হবে।

কোরআনের পাঠে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অনুবাদ, তবে চলিত ভাষায়

অন্য ধর্মের সঙ্গে সুসম্পর্কবিষয়ক কোরআন ও হাদিস সন্নিবেশ

মাদ্রাসার পাঠ্যবই সংক্রান্ত জাতীয় শিক্ষাক্রম সমন্বয় কমিটির (এনসিসিসি) এক বৈঠকে এসব সিদ্ধান্ত হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি ও মাদ্রাসা বিভাগের সচিব মো. আলমগীর হোসেনের সভাপতিত্বে বৃহস্পতিবার বৈঠকটি মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডে অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আগামী বছরই শিক্ষার্থীরা পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত এসব পাঠ্যবই হাতে পাবে। এসব বইয়ের আরেকদফা পরিবর্তন শুরু হবে ২০২০ সালে। ওই বছর নতুন পাঠ্যক্রম তৈরির আগাম সিদ্ধান্তও নিয়ে রাখা হয়েছে। ২০১৬ সাল থেকে এখন পর্যন্ত তিনবার মাদ্রাসার পাঠ্যবইয়ে পরিমার্জন ও সংশোধনী এসেছে।

এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে কারিগরি ও মাদ্রাসা বিভাগের সচিব মো. আলমগীর হোসেন যুগান্তরকে বলেন, সারা বিশ্বেই সময় ও যুগের ■ পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ১

খোলনলচে বদলে যাচ্ছে মাদ্রাসার ৩২ পাঠ্যবই

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

চাহিদা অনুযায়ী পাঠ্যবই আধুনিকায়ন, সংশোধন ও পরিমার্জন করা হয়। এরই অংশ হিসেবে মাদ্রাসার পাঠ্যক্রমেও কিছুটা পরিমার্জন আসছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, বর্তমানে যেসব পাঠ্যবই মাদ্রাসায় পড়ানো হয়, তার কোনোটি ২০১৩ সালে আবার কোনোটি ২০১৪ সালে প্রবর্তন করা হয়েছে। ২০১২ সালে সরকার প্রবর্তিত নতুন কারিকুলাম অনুযায়ী মূলত এসব পাঠ্যবই তৈরি করা হয়। তখন বাংলা-ইংরেজি-গণিতসহ সাধারণ বিষয়ে স্কুল ও মাদ্রাসায় অভিন্ন পাঠ্যবই পড়ানোর সিদ্ধান্ত হয়। কেবল ধর্মীয় বিষয়গুলো মাদ্রাসার বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে রচিত হয়। কিন্তু ওইসব বইয়ে মওদুদীবাদ, জামায়াতে ইসলামী বা ধর্মীয় উগ্রবাদ ও জঙ্গিবাদ ভাবধারার বিতর্কিত লেখা ও তথ্য অন্তর্ভুক্ত আছে বলে অভিযোগ উঠতে থাকে। এ নিয়ে ইসলামিক ফাউন্ডেশন গবেষণা করে প্রতিবেদন তৈরি করে। সেই প্রতিবেদন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়সহ বিভিন্ন সরকারি দফতরে পাঠানো হয়। এমনকি ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জঙ্গিবাদ প্রতিরোধ ও প্রতিকার কমিটির সভায়ও মাদ্রাসার পাঠ্যবই প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন। এসব কারণে ২০১৬ সাল থেকে বিভিন্ন দফায় মাদ্রাসার পাঠ্যবই সংশোধন করা হয়। সর্বশেষ গতবছরের শেষের দিকেও বই মুদ্রণ থামিয়ে রেখে এসব বই সংশোধন করে শিক্ষার্থীদের কাছে বিতরণের জন্য পাঠানো হয়। আগের পরিবর্তনগুলোর ধারাবাহিকতায় এবারও পরিবর্তনের তালিকার প্রত্যেক বইয়ের পাঠের বিষয়বস্তু, স্তর শ্রেণীর ক্রমধারা, তথ্য, তত্ত্ব ও ধারণা সংশোধন করে লেখা হয়েছে।

সূত্র জানায়, মাদ্রাসার ধর্মীয় বই সংশোধনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বর্ণমালা ও বিশেষজ্ঞ কমিটিতে আলোচনা-পর্যালোচনায় পরামর্শ নেয়া হয়। এরপর চূড়ান্ত করা পাণ্ডুলিপি মূল্যায়নের জন্য ৩ এপ্রিল এনসিসিসি'র সভায় ৫ সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়। ওই কমিটির নেতৃত্ব দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ইউসুফ। কমিটিতে ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষ অধ্যাপক সিরাজউদ্দিন আহমাদ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আবদুল অদুদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. আবদুল্লাহ আল মারুফ এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা ড. আবদুল জলিল আছেন।

এ ব্যাপারে অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ইউসুফ যুগান্তরকে বলেন, 'আমাদের কাজ ছিল সংশোধিত বইটির সব ঠিকঠাক আছে কি না, তা যাচাই করা। এর মধ্যে ধর্মীয় সম্প্রীতি বিনষ্ট করে এমন কোনো কথাবার্তা ও বাক্য আছে কি না, সরকারকে বিব্রত করে বা ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করে— এমন কিছু বইয়ে আছে কি না এবং শ্রেণী অনুযায়ী পাঠ বয়স উপযোগী কি না, সেসব চিহ্নিত করে পরিমার্জন করা।'

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক নথিতে দেখা গেছে, মাদ্রাসার পাঠ্যবই পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ৭টি দিক মোটা দাগে চিহ্নিত করা হয়। তা হচ্ছে— কোনো বইয়ে অন্য ধর্মের সঙ্গে সাংঘর্ষিক কোনো বিষয় থাকলে তা বাদ যাবে। অন্য ধর্মের সঙ্গে সুসম্পর্কবিষয়ক কোরআন ও হাদিস সন্নিবেশ করতে হবে। শানে নজুলসহ পাঠ উল্লেখ করতে হবে। কোরআন ও হাদিসের যে কোনো উদ্ধৃতি অবিকৃতভাবে পরিষ্কার বোঝা যাওয়ার মতো করে লিখতে হবে। নইলে বোঝার ক্ষেত্রে ভুল হওয়ার শঙ্কা থাকে। ধর্মীয় উসকানি ও বিরোধপূর্ণ বক্তব্য পরিহার করা হবে। মওদুদীবাদ ও বিশেষ রাজনৈতিক দলের আদর্শ বা ধর্মীয় উগ্রবাদ ও জঙ্গিবাদ ভাবধারার কিছু থাকলে বাদ যাবে।

সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, মাদ্রাসার পাঠ্যবইয়ের কোরআনের অনুবাদের ক্ষেত্রে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অনুবাদ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। কোরআনের অনুবাদ সাধু ভাষার পরিবর্তে চলিত ভাষায় হবে। মাদ্রাসার সব বইয়ে বাংলা একাডেমির বানানরীতি অনুসরণ করা হবে।

এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক একেএম ছায়েফউল্যা যুগান্তরকে বলেন, 'পাঠ্যবই যৌক্তিক মূল্যায়ন একটি রুটিনওয়ার্ক। চার-পাঁচ বছর আগে এসব বই প্রবর্তন করা হয়েছে। যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে প্রয়োজনমাফিক এখন কিছু পরিমার্জন আনা হয়েছে।' তিনি বলেন, এবারের পরিমার্জন ও সংশোধনের ক্ষেত্রে পাঠ্যবইয়ে কিছু মৌলিক পরিবর্তন এসেছে। একসময় নারীদের বিশেষ সময়ের অবস্থা সম্পর্কিত পাঠ চতুর্থ-পঞ্চম শ্রেণীতে ছিল। বয়স, শ্রেণী ও ধারণক্ষমতা অনুযায়ী ওইসব শ্রেণীতে এ পাঠ থাকা সমীচীন মনে করেনি এ সংক্রান্ত কমিটি। এ কারণে তা বাদ দেয়া হয়েছে। তবে তা উপরের শ্রেণীতে থাকছে।

জানা গেছে, পরিবর্তন ও সংশোধনের তালিকায় প্রথম থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত ৯ ক্লাসের কোরআন, আকাঈদ ও ফিকহ, আরবি প্রথমপত্র আছে। আরও আছে ষষ্ঠ থেকে নবম-দশম শ্রেণীর আরবি এবং নবম-দশম শ্রেণীর হাদিস। এগুলোর বাইরে মাদ্রাসায় বাংলা, ইংরেজি, বিজ্ঞান, গণিত, বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়, শারীরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য, কৃষিশিক্ষা, কর্ম ও জীবনমুখী শিক্ষা, গার্হস্থ্যবিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন ও জীববিজ্ঞান, অর্থনীতি, পৌরনীতি ইত্যাদি পড়ানো হয়। তবে এসব স্কুলের অভিন্ন কারিকুলাম এবং সিলেবাসে অনুরূপ ও অভিন্ন বই।